যুগান্তর

স্কুলে স্কুলে পাঠ্যপুস্তক উৎসব

নতুন বই হাতে পেয়ে উদ্বেল শিক্ষার্থীরা

সোয়া ৪ কোটি শিক্ষার্থীর হাতে ৩৫ কোটি বই

প্রকাশ : ০২ জানুয়ারি ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

যুগান্তর রিপোর্ট

স্কুলে স্কুলে পাঠ্যপুস্তক উৎসব

‘নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে, ফুলের মতো ফুটব/ বর্ণমালার গরব নিয়ে, আকাশ জুড়ে উঠব’- বছরের পহেলা দিন নতুন পাঠ্যবই হাতে পাওয়া শিশু-কিশোরদের উচ্ছ্বাস দেখে কবি কামাল চৌধুরী এই পঙ্ক্তি রচনা করেছিলেন।

দশমবারের মতো এবারও শিশু থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের হাতে কাঁচা গন্ধের নতুন বই তুলে দেয়া হয় মঙ্গলবার। শীতের পরশমাখা নতুন দিনের স্নিগ্ধ সকালে হাতে পাওয়া নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকে শিশু-কিশোররা মেতে উঠে আনন্দে। ঘরে ফেরে খুশির আভা গায়ে মেখে।

এদিন সারা দেশেই স্কুলে-স্কুলে, মাদ্রাসা-মাদ্রাসায় আয়োজন ছিল এ উৎসবের। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিক ‘পাঠ্যপুস্তক উৎসব’ আয়োজন করে রাজধানীর আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল ও কলেজ মাঠ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে।

দুই অনুষ্ঠানেই শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা এবং রঙিন বেলুন উড়িয়ে দেয়া হয় নীল আকাশে। শিশুবান্ধব এসব অনুষ্ঠানে সরকারের মন্ত্রী ও আমলাসহ বিশিষ্ট নাগরিক, সাহিত্যিক, শিক্ষক, তারকা ক্রিকেটার উপস্থিত ছিলেন।

আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে বেলুন উড়িয়ে বর্ণিল উৎসবের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, 'বছরের প্রথম দিনে সব শিক্ষার্থীর হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে বই দিয়ে আসছি। কোনো ব্যত্যয় হয়নি। বাংলাদেশ দুনিয়ার একমাত্র দেশ, যেখানে সব বই বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে।'

অনুষ্ঠানে নতুন বই পেয়ে দারুণ উল্লসিত ছিল শিক্ষার্থীরা। তারা লাল-সবুজ ক্যাপ মাথায় পরে উৎসবে অংশ নেয়।

ড্রাম ও বাঁশির বাদন আর শিশুদের কলকাকলিতে মুখর ছিল অনুষ্ঠানস্থল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। হাতে হাতে নতুন বই, ফেস্টুন আর মাথায় কাগজের মুকুট পরা শিশুদের উচ্ছ্বাসের কমতি ছিল না।

শুরুতে নীলাকাশে ভাসিয়ে দেয়া হয় হরেক রঙের বেলুন। অনুষ্ঠানে যোগ দেন জনপ্রিয় লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও আনিসুল হক, বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। বক্তৃতা করেন সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু।

অসুস্থতার কারণে অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। তবে তিনি মুঠোফোনে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব আকরাম-আল-হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি সশরীরে উপস্থিত না থাকতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করছি। আশা করি, এই বই উৎসব সার্থক হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এবারও বই উৎসব করছি।

এবার ৩৫ কোটির বেশি বই আমরা সারা দেশে সব শিক্ষার্থীর হাতে তুলে দিচ্ছি। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের মনোযোগ পৃথিবীব্যাপী তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

জাফর ইকবাল বলেন, আজ ৩৫ কোটি বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। এত বই পৃথিবীর কোনো দেশ ছাপায় না, ছাপাতে পারবেও না। শুধু বাংলাদেশ পারবে। আনিসুল হক বলেন, তোমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে, তোমরা নতুন বই পাও। তোমরা বেশি করে বই পড়বে।

আমাদের মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি স্কুলে যায়। এজন্য আজ থেকে দশ বা বিশ বছর পর বাংলাদেশ হবে একটি সোনার দেশ, সোনার বাংলা।

সাকিব আল হাসান বলেন, আজকের দিনটা বাংলাদেশের জন্য খুবই আনন্দের। তোমাদের হাতে বই তুলে দেয়াটা সবচেয়ে বড় কাজ। কারণ তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাই আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, যার অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই এটা সফল হয়েছে।

এবার সারা দেশে ৪ কোটি ২৬ লাখ ১৯ হাজার ৮৬৫ শিক্ষার্থীকে দেয়ার লক্ষ্যে ৩৫ কোটি ২১ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮২টি বই ছাপানো হয়। এবারও চাকমা, মারমা, সাদ্রী, গারো ও ত্রিপুরা পাঁচ নৃগোষ্ঠীর ৯৮ হাজার ১৪৪ শিশুকে মাতৃভাষায় ছাপানো ২ লাখ ৭৬ হাজার ৭৮৪টি বই দেয়া হয়।

৭৫০ দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীর জন্য ৫ হাজার ৮৫৭টি ব্রেইল বই ছাপানো হয়েছে। এর আগে ২৪ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে ২০১৯ সালের নতুন পাঠ্যবই তুলে দিয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব পাঠ্যবই এনসিটিবির ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd ও www. ebook.gov.bd) ই-বুক ফর্মে দেয়া আছে। সেখান থেকে যে কেউ তা ডাউনলোড করতে পারবেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।